ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/৮৮৮ তারিখঃ ২৩/০৯/২০২০

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক জনকণ্ঠ"
ঢাকা।

বিষয় ঃ প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং তারিখে আপনাদের "দৈনিক জনকণ্ঠ" পত্রিকার প্রথম পাতায় "ওয়াসায় বছরে মূল বেতন ৭০ কোটি টাকা, ওভারটাইম ৯৫ কোটি" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

প্রকাশিত সংবাদটি মনগড়া, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা হয়েছে। এরূপ সংবাদ প্রকাশ করা প্রিন্ট মিডিয়ার কাছে অপ্রত্যাশিত, অনাকাংখিত এবং অতীব দুঃখজনক। নিম্নে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে সঠিক বিশ্লেষণ দেয়া হ'ল ঃ

১৯৭০ সালে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সাথে তৎকালীন শ্রমিক ইউনিয়নের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির আলোকে তখন থেকেই দ্বিগুন বা ডাবল হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয় ও ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত অধিকাল ভাতা কমানোর (সিঙ্গেল বা একক রেট) জন্য বেশ কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারনে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বর্তমান বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ১লা এপ্রিল, ২০১৮ ইং তারিখ থেকে উক্ত অধিকাল ভাতা সিঙ্গেল বা একক রেটে নামিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে অধিকাল ভাতা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে। ৩০ জুন, ২০১৮ সালের প্রদত্ত ওভারটাইম এর বিষয়ে ঢাকা ওয়াসা ম্যানেজমেন্ট এর যে ব্যাখ্যা রয়েছে তা উপেক্ষা করে সংবাদ মাধ্যমে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা প্রকৃত তথ্যের বিকৃতরূপ এবং সম্পূর্ন প্রতিবেদনটি ষড়যন্ত্রমূলক বলে স্পষ্ট প্রতিয়মান।

ঢাকা ওয়াসার এমডি নিয়োগের বিষয়টি ঢাকা ওয়াসা বোর্ড, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সরকারের উচ্চতম প্রশাসন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কাজেই এই বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশনা পক্ষান্তরে দেশের প্রচলিত নিয়ম নীতিকেই চ্যালেঞ্জ করার সামিল ।

উক্ত প্রতিবেদনে ঢাকা ওয়াসার পরিবেশ নিয়ে প্রতিবেদক যে মনগড়া তথ্য পরিবেশন করেছেন তা শুধু মিথ্যা নয় বরং ষড়যন্ত্রের অংশ বলে প্রতিয়মান। কেননা বর্তমান করোনার এই মহামারী কালীন সময়েও ঢাকা ওয়াসা নিরলস ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে নগরীতে পানি সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে এবং ঢাকা ওয়াসার সকল স্তরের কর্মকতা ও কর্মচারীগন রাতদিন সুষ্ঠভাবে কাজ করছেন। অথচ প্রতিবেদনে ঢাকা ওয়াসা যা বাংলাদেশ সরকারের একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান তার পরিবেশ উত্তপ্ত করার অপ্রয়াসের লক্ষন বলে প্রতীয়মান।

পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পটি 'জিটুজি' চুক্তির শর্তানুযায়ী চীন সরকার মনোনীত চাইনিজ ঠিকাদার CAMCE কর্তৃক EPC/Turnkey ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়েছে। EPC/Turnkey ভিত্তিক উক্ত প্রকল্পের শর্তানুযায়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইউরোপিয়ান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Grontmij A/S এর অনুমোদন ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সন্তোষজনক ভাবে অত্যাধুনিক শোধনাগার নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন হয়। এখানে EPC/Turnkey ভিত্তিক চুক্তির আওতায় নির্মিত প্রকল্পের সময় বৃদ্ধিজনিত কারণে ব্যয় কমানো/বাড়ানোর কোন সুযোগ নেই। কাজেই ধীরগতিতে বাস্তবায়ন করে সময় ও টাকার অংক বাড়ানো সংক্রান্ত অভিযোগটি ভিত্তিহীন এবং সম্পূর্নরূপে উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার প্রকল্পে প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রথমতঃ বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ও ইউনিটের আলাদা আলাদা টেস্ট সম্পাদন করতে হয়। সমস্ত ইউনিটের ইনডিভিজুয়্যাল টেস্টের পর কম্বাইন্ডলি

কমিশনিং করা হয়। সফল ভাবে কমিশনিং টেস্টের পর গ্যারান্টি টেস্ট করা হয় এবং গ্যারান্টি টেস্ট সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্প চালুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পটির গ্যারান্টি টেস্ট গত ৩১/০১/২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০/১০/২০১৯ তারিখে তা উদ্বোধন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্প উদ্বোধনের পূর্বে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ সরেজমিনে প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি উদ্বোধনের পূর্বে ৩০/০৯/২০১৯ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার উচ্চ পদস্থ উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কমপক্ষে ৩০ জন সাংবাদিক/রিপোর্টার সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন করেন। অতএব, কাজ শেষ না হওয়ার অসত্য তথ্য দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে দিয়ে প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে মর্মে কল্পনা প্রসূত অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

প্রকল্পের ব্যয় ৭২০০ কোটি টাকা উল্লেখ করে যে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে তাহার প্রেক্ষিতে বলা যাচ্ছে যে, প্রকল্পটির চুক্তি মূল্য ছিলো ২৯০.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ২৪১৪ কোটি টাকা। আইনগত ভাবে এরূপ প্রকল্পের চুক্তিমূল্য হ্রাস/বৃদ্ধির কোন অবকাশ নেই। তবে বিভিন্ন সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ও সিডি ভ্যাট পরিবর্তন/বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত আর ডি পি পি তে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ঠিকাদারের বিল বাবদ চুক্তি মূল্যের কম টাকা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সুপারিশ অনুযায়ী চায়না এক্সিম ব্যাংক লিঃ কর্তৃক ডলারে পরিশোধ করা হয়েছে বিধায় ঠিকাদারকে বাড়তি সুবিধা প্রদানের অবকাশ নেই। সুতরাং ঠিকাদারকে সুবিধা দিতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য এবং বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত। বরং প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা প্রায় ৩০০ কোটি টাকা সাশ্রয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পাইপ লাইন নির্মাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকায় পানি সরবরাহের জন্য খাল-নদীর তলদেশ দিয়ে পাইপ লাইন স্থাপনেরকথা থাকলেও তা কোন মতে জোড়াতালি দিয়ে করা হয়েছে বলে প্রচার করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বলা যাচ্ছে যে, প্রতিটি পাইপের দৈর্ঘ্য ৮ মিটারএবং এ কারনে জোড়া দিতে হয়। দীর্ঘ ৩৩ কিঃমিঃ লম্বা পাইপটিতে অবশ্যই অনেক সংখ্যক জোড়া কারিগরি কারণেই দিতে হয়েছে। পাইপ লাইন স্থাপন করতে পথিমধ্যে অবস্থিত খাল-নদীর তলদেশ নয় বরং তলদেশের আরও ১৫-২০ ফুট গভীরতম স্থান দিয়ে অত্যাধুনিক 'পাইপ জেকিং' পদ্ধতি অবলম্বন করে পাইপ স্থাপন করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ প্রকৌশলীগণ কর্তৃক মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করতঃ তাদের যথাযথ অনুমোদন ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হয়। কাজ শেষে যথাযথভাবে কমিশনিং টেস্ট ও গ্যারান্টি টেস্ট করে পরিশোধিত পানির গুনগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

এছাড়া ব্যবহৃত পাইপের বিষয়ে ইতোপূর্বেও বিভিন্ন গণমাধ্যমে অসত্য খবর প্রকাশিত হওয়ায় কয়েক দফা দুদক বিষয়টি তদন্ত পূর্বক কোন অনিয়ম প্রমাণিত না হওয়ায় তা স্মারক নং ৬৯৩১/১(৩) তাং-২৫/০২/২০১৬ ও স্মারক নং দুদক/বিঃঅনুঃ ও তদন্ত-১/০৫ ২০১৫/৩৪৩৬৮/১(৮) তাং-৩০/১১/২০১৫ এর বরাতে নিষ্পত্তি করা হয়।

প্রকল্পটিতে নিম্নমানের কে-৯ পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সে প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশেষজ্ঞ কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে (স্মারক নং ৪৬.০৮৫.০২৭.০১.০০.০২০.২০১৫-২৩১ তাং- ০৭/০৪/২০১৬)। বুয়েটের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি সহকারে সমন্বিত ভাবে পরিদর্শন ও সরেজমিনে পরীক্ষা করে পাইপের গুনগত মান সঠিক আছে বলে প্রমানিত হয়। অতএব, এ সংক্রান্ত নিম্নমানের পাইপ ব্যবহার করার অসত্য অভিযোগ বারবার তোলা উদ্দেশ্য মূলক।

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অনেক জঠিল প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা ছিল। তথাপি আন্তঃর্জাতিক মান সমুন্নত রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতঃ সরকারের সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আলোচ্য প্রকল্পটি অনুকরনীয়। তথাপি পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে উদ্ধৃত করে যে সমস্ত আপত্তিকর কথাবার্তা রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে তা খুবই দুঃখজনক এবং সম্পূর্নরুপে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ প্রসূত এবং মানহানিকর অপরাধও বটে যা দৈনিক জনকণ্ঠ'র মত জনবান্ধব পত্রিকার কাছে আশা করা যায় না। কোন প্রকার দেনদরবার কিংবা তদবির নয় বরং সফলভাবে পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প বাস্তবায়ন করার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তাহার উপর আস্থা রেখে ও সক্ষমতা বিবেচনা করে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য অতি গুরুত্বপূর্ন ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের (অতিরিক্ত) দায়িত্বভার প্রদান করেছেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকায় পানি সরবরাহের জন্য খাল-নদীর তলদেশ দিয়ে পাইপলাইন স্থাপনের কথা থাকলেও তা কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে করা হয়েছে, নিরাপত্তা খাঁচা দেয়া হয়নি এবং ২২মিলি (কে-১০) এর পরিবর্তে ১৯মিলি (কে-৯) পাইপ ব্যবহার করে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে মর্মে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দীর্ঘ ৩৩ কিঃমিঃ লম্বা পাইপটিতে অবশ্যই অনেক সংখ্যক জোড়া কারিগরি কারনেই দিতে হয়েছে। দীর্ঘ এ পাইপ লাইন স্থাপন করতে পথিমধ্যে অবস্থিত খাল-নদীর তলদেশ নয় বরং তলদেশের আরও ১৫-২০ ফুট গভীরতম স্থান দিয়ে অত্যাধুনিক 'পাইপ জেকিং' পদ্ধতি অবলম্বন করে পাইপ স্থাপন করা হয়েছে। যা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ প্রকৌশলীগন কর্তৃক মাটির গুনাগুন পরীক্ষা করতঃ তাঁদের যথাযথ অনুমোদন ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হয় যা একটি সমন্বিত টীম ওর্য়াক, প্রকল্প পরিচালকের একার কোন সিদ্ধান্তের কোন সুযোগ নেই বা ছিল না। অথচ প্রতিবেদনে যে সব প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ প্রসূত এবং মানহানিকর মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা খুবই দুঃখজনক।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, ঢাকা ওয়াসা হতে ইতিপূর্বে সরবরাহ লাইন নির্মাণ ও শক্তিশালী করন প্রকল্পের জন্য কোন দাতা সংস্থা না পাওয়ায় কাজটি শুরু করা না হলে ও পানি শোধনাগারটি হতে বর্তমানে পুরান ঢাকাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ২৩ কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে এবং নগরবাসী প্রকল্পের সুফল পাওয়া শুরু করেছে।

বর্তমানে নগরীর কোথাও পানির সংকট নেই। করোনার এই দুঃসময়ে নগরবাসীর পাশে থেকে পর্যাপ্ত পানি সেবা দেওয়াই ঢাকা ওয়াসার প্রধান লক্ষ্য।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক জনকণ্ঠ"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

মোস্তফা তারেক ২৩/৯/২০২০

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।